১

এ্যাই ছেলে, এ্যাই ।

আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম। আমার মুখভরতি দাড়িগোঁফ । গায়ে চকচকে হলুদ পাঞ্জাবি। পর পর তিনটা পান খেয়েছি বলে ঠোঁট এবং দাত লাল হয়ে আছে। হাতে সিগারেট । আমাকে 'এ্যাই ছেলে' বলে ডাকার কোনোই কারণ নেই। যিনি ডাকছেন তিনি মধ্যবয়স্কা একজন মহিলা । চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার সঙ্গে আমার একটি ব্যাপারে মিল আছে। তিনিও পান খাচ্ছেন। আমি বললাম, আমাকে কিছু বলছেন?

তোমার নাম কি টুটুল ?

আমি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মহিলাকে আমি আগে কখনো দেখিনি। অথচ তিনি এমন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে আমি যদি বলি – "হ্যাঁ আমার নাম টুটুল" তাহলে ছুটে এসে আমার হাত ধরবেন।

কথা বলছ না কেন? তোমার নাম কি টুটুল?

আমি একটু হাসলাম ।

হাসলাম এই আশায় যেন ধরতে পারেন আমি টুটুল না। হাসিতে খুব সহজেই মানুষকে চেনা যায়। সব মানুষ ভঙ্গিতে কাঁদে কিন্তু হাসার সময় একেক জন একেক রকম করে হাসে। আমার হাসি নিশ্চয়ই ঐ টুটুলের হাসির মতো না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই ভদ্রমহিলা আমার হাসিতে আরো প্রতারিত হলেন । চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, ওমা, টুটুলই তো!

ভাবছিলাম তিনি আমার দিকে ছুটে আসবেন। তা না করে ছুটে গেলেন রাস্তার ওপাশে পার্ক-করা গাড়ির দিকে। আমি শুনলাম তিনি বলছেন, 'তোকে বলিনি ও টুটুল। তুই তো বিশ্বাস করলি না। ওর হাঁটা দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। কেমন দুলে দুলে হাঁটছে।